(এই চিঠি তিনটি ভ্রাতা নুটুবিহারীকে লেখা)

বারাকপুর
বুধবার
১০ই আষাঢ়/১৩৫৪

কল্যাণবরেষু,

ওখান থেকে তখন যদি চাঁইবাসা যেতাম, বেশ হোত। সেখান থেকে আমাকে সারান্ডা forest-এ নিয়ে যাওয়ার জন্যে হেড্‌ক্লার্কের ওপর মিঃ সিনহার আদেশ ছিল। জেরাইকেলাস্টেশনে একটা ট্রাক রোজ সকালের ট্রেন Attend করতো আমার জন্যে। দুজনে গেলে সারান্ডা ঘুরে আসতে পারতাম।

নতুন বঙ্গ ভাগ হয়ে গেল ভালই হল। বাঙালী হিন্দুরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। আমাদের ভয় নেই, হিন্দুস্থান, পাকিস্থান দুজায়গাতে বাড়ী আছে। পাকিস্থানী শাসনের নমুনা দেখি কিরকম দাঁড়ায়।

তোমার বৌদিদিকে বারাকপুরে নিয়ে যেতে বলেচেন শ্বশুরমশায়। পশুপতি ডাক্তার বলেচেন বারাকপুর এসে একদিন দেখে যাবেন, তারপর কলকাতায় কোনো হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রাখবেন। গত সপ্তাহের আগে তাঁর সঙ্গে তার বাড়ীতেই দেখা হয়েছিল। বেশী নাড়ানাড়ি করে বারাকপুরের বাসই ভাল হবে বোধ হয়। সময়ে বেশি কিছু হবে বলে মনে হয় কি?

পঞ্চা মাস্টারের ছেলের বিয়ে সামনের শনিবারে বাদুড়িয়াতে। আমাকে বরযাত্রী যাবার নিমন্ত্রণ করেচে। এখানে ভীষণ গরম। আজ ৮/১০ দিন বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। ঘাটশিলায় আমার যাবার ইচ্ছে আছে, একটু বৃষ্টি পড়লে।

দিল্লী থেকে অপূর্ববাবুর ছেলে অরুণ কাল আমাদের বাড়ী এসেছিল। বলচে, ঘাটশিলায় জমি বা বাড়ী দেখতে বাবা বলে দিয়েচেন। পাকিস্থানে তারা বাস করবে না। দত্তফুলিয়া গ্রাম তো আমাদের মত পাকিস্থানের মধ্যে পড়লো। ১৬ই আষাঢ় তোমার বৌদিদিকে বারাকপুর রেখে আসবার দিন ধার্য করে দিয়েছেন শ্বশুরমশাই। কলকাতায় হাঙ্গামা আবার বৃদ্ধি হয়েচে, এখন এদিকে এসো না। রমণীবাবুকে নমস্কার জানাবে। তাঁর স্ত্রী ওখানে থাকলে তাঁকেও নমস্কার দিও। গুট্‌কে ভাল আছে। এখানে সব ভাল। এখন গুট্‌কে বন কাটছে, মাথায় করে বাজার করছে, সব কাজ করছে (?)। এখন আর মান-অপমান নেই। তবে তার মন যেন তত ভাল নয়। প্রায়ই ঘাটশিলার কথা, বৌমার কথা বলে। কানুমামার সঙ্গে আসবার দিন দেখা করেছিলাম। বলেছিল শীগগির ঘাটশিলা যাবে।

বৌমা, তুমি, শান্ত আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও। অপূর্ববাবু দুমাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেচেন, কিন্তু তাঁর নাকি ভাল লাগছে না। গ্রাম্য দলাদলি, মামলা, ক্ষুদ্রতা এই সব তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। দিল্লী থেকে এসে ছোট গ্রামে থাকা কঠিন।

ইতি
আঃ
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

কলিকাতা
১৩/২/৪৮

কল্যাণবরেষু,

নুটু

কাল ব্যারাকপুরে মহাত্মাজীর অস্থিবিসর্জন উৎসব দেখলুম। তোমার বৌদিদিও সঙ্গে ছিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার! ৫/৬ লক্ষ লোক হয়েছিল। আজ কলিকাতায় এসেছি। এখানেআকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন। কাল সন্ধ্যায় খুব বৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরমামার সঙ্গে দেখা হয়নি।

গৌরীশংকরের বাড়ী দেখ। আমাদের বাড়ীর সামনে যে দুখানা ঘর, তাই দেখ। ১৫ দিন পরে হোলেও ক্ষতি নেই।

খোকা ভাল আছে। খুব হাসলে আমায় দেখে। আর সকলে ভাল আছে। তুমি, বৌমা, উমা ও গুট্‌কে আমার আশীর্বাদ নিও।

ইতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

বারাকপুর

মঙ্গলবার, ৪ঠা ভাদ্র

কল্যাণবরেষু,

গত সংক্রান্তির আগের দিন এখানে এসেছিলাম বাবলুদের নিয়ে। এই সপ্তাহে ঘাটশিলা যাব ভেবেছিলাম। এই সপ্তাহে ২টা মিটিং ছিল কলকাতায়। কাল একটা ছিল দমদম। এই সপ্তাহের শেষেই যেতাম। কিন্তু কাগজে দেখছি ধলভূমগড়ের পুল ভেঙে যাওয়াতে ও-পথে গাড়ী চলাচল বন্ধ। রোজই কাগজে দেখি—এখন শুনচি অনেকদিন নাকি লাগবে সারাতে। অগত্যা আমি একা আজই বারাকপুরে চলে গেলাম। এ চিঠি তুমি পাবে কিনা জানি না। রেলপুল সারানো হলে বরং তুমি বারাকপুরে আমাকে একখানা চিঠি লিখ, কারণ ওখানে নিয়মিত খবরের কাগজ যায় না। বৌমাকে আশীর্বাদ দিও ও তুমি নিও। বাবলু রোজ রেলগাড়ী দেখচে—ওর খুব স্ফূর্তি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবলু বলচে—সত্যিই বাবা, এটা মালগাড়ী না—এটা দমদমার গাড়ী চলে গেল— বাবলু তোমাদের প্রণাম জানাচ্ছে।

[এই চিঠিটি ২২শে আগস্ট, ১৯৫০ সালে ব্যারাকপুরের (টিটাগড়ের কাছে) শ্বশুরবাড়ী থেকে লেখা। চিঠির শেষে বাবলুর হিজিবিজি আঁকা।]

[illegible]

POST CARD

INDIA POSTAGE

ADDRESS ONLY

21 AUG 47

S. N. Banerji

Ghatsila P.O.

'Gouri Kunja'

(Singhbhum)

B. N. Ry.

[illegible]